দৈনিক

1 2 DEC 2013
৮ ৫

শিক্ষামন্ত্রী ও প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

গত ৮-১১-২০১৩ তারিখে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সফলভাবে পরীক্ষা শেষ হলেও কয়েকদিন পর পত্রিকায় খবর আসে কয়েকটি জেলায় প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। কর্তৃপক্ষ নাকি উপযুক্ত তদন্ত করে উল্লিখিত প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত জেলাগুলোর নাম প্রকাশ করবেন। ৮টি জেলার কথা পত্রিকায় এলেও ৪-১২-২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তরে ১৭টি জেলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে (নামবিহীন)। খুবই ভালো কথা কিন্তু এগুলোর নাম প্রকাশ হবে কবে? বা নাম প্রকাশে এত গোপনীয়তা কিসের?

২০১২-১৩ তে এ পর্যন্ত যে পরীক্ষাগুলো হয়েছে—প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কতটুকু জ্ঞাত আমার জানা নেই। শুধু এতটুকু বলবো গত সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক জেএসসি এমনকি প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রাথমিক সমাপনীর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে—কর্তৃপক্ষ জানার পরও যেখানে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সেখানে কীভাবে সম্ভব এ পরীক্ষা বাতিল করে পরবর্তী সময়ে পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা? আমার মনে হচ্ছে বিষয়গুলো স্ব-স্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। তা না হলে অবশ্যই এর বিচার হতো।

গত ৮-১১-২০১৩ তারিখে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা শেষ হলেও এর তদন্ত চলছে। জানি না এর শেষ কোথায়? যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরীক্ষা ও নিয়োগগুলো হয়, সেই মন্ত্রণালয়ের অধীনেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং কারা এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত একটু চেষ্টা করলেই বের করা সম্ভব। এটা একদিনের ঘটনা না।

মাহবুব আলম (মন্টু),
ডাঙ্গাপাড়া, ভোজনপুর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়